কুরআনের আলোকে
২৫
নাবি ও রাসূল

–কর্নেল মো. ফরিদ উদ্দিন, পিএসসি, জি (অব.)

লেখক ▶▶ কর্নেল মো. ফরিদ উদ্দিন, পিএসসি, জি (অব.)
সম্পাদনা ▶▶ অধ্যাপক ড. মো. সামছুল আলম, ঢাবি.
▶▶ হাফিজ মুহসিন মাশকুর, সার্ড
প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা ▶▶ শেখ নাসিম উদ্দিন

কুরআনের আলোকে
২৫
নাবি ও রাসূল

ইলাননূর পাবলিকেশন

কুরআনের আলোকে ২৫ নাবি ও রাসূল

কর্নেল মো. ফরিদ উদ্দিন, পিএসসি, জি (অব.)

সর্বস্বত্ব

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারি, ২০২২

ISBN: 978-984-95020-3-6

নির্ধারিত মূল্য: ৫০০ টাকা মাত্র।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক ইলেকট্রনিক বা প্রিন্ট-মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি অথবা অন্যকোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। ধন্যবাদ।

ইলাননূর পাবলিকেশন
দোকান নং ১২০, ৩৭ গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮০ ১৪০৭ ০৭০২৬৬-৬৯
ওয়েব: www.ilannoor.com; ইমেইল: publication.ilannoor@gmail.com

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয় মাতা-পিতা
ও
পারিবারিক জীবনে সর্বদা সাহস ও
অনুপ্রেরনা জুগিয়েছেন আমার প্রয়াত স্ত্রী
এবং
স্নেহের সন্তানদের নামে...

প্রাক কথন

"কুরআন এর আলোকে ২৫ নাবি ও রাসূল" নামক বই এর সংকলন শেষ করতে পেরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি। পবিত্র কুরআন মজিদে মহান আল্লাহ তায়ালা নাবি ও রাসূলদের সম্বন্ধে বিভিন্ন সূরায় উল্লেখ করেছেন এবং ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনায় বিভিন্ন সূরায় পূনরাবৃত্তি করেছেন।

ইসলামি চিন্তাবিদগণের মতে ১ লক্ষ ২৪ হাজার, মতান্তরে ২ লক্ষ ২৪ হাজার নাবি ও রাসূল বিভিন্ন সময় পৃথিবীতে আগমন করেছেন। অধিকাংশ আলেম ও ইসলামি ইতিহাসবিদদের মতে পবিত্র কুরআন মজিদে ২৫ জন নাবি ও রাসূলের বর্ণনা পাওয়া যায়। কুরআন মজিদের সূরা আন-নিসার ১৬৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেন কুরআনুল কারীমে তিনি বহু রাসূলের বর্ণনা করেছেন এবং অনেক রাসূলদের প্রেরণের কথা উল্লেখ করেন নাই। সংকলনে নাবি ও রাসূলদের পৃথিবীতে আগমনের ক্রমধারা অনুসারে বর্ণনা করা হয়েছে। নাবি ও রাসূলগণের ক্রমধারা নিয়ে ইসলামি ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। মহান আল্লাহ মানুষের হেদায়েতের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থান ও গোত্রে নাবি এবং রাসূল পাঠিয়েছেন। কিছু নেক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের ব্যাপারে ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন: শীষ, লোকমান, খিজির ও দাউদ এবং যুলকারনাইন-কে অনেকে নাবি হিসেবে গন্য করেন; তাঁরা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, তবে নাবি ছিলেন না, আমার গবেষণায় নিশ্চিত হয়েছি। বিভিন্ন ইসলামী বই-পুস্তক ও গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স এবং ইসলামী গবেষকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে কুরআন মজিদে যে ২৫ জন নাবি ও রাসূলদের সম্বন্ধে নিশ্চিত হই, তাদের সম্বন্ধেই সংকলনে উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন মজিদের বিভিন্ন সূরা থেকে উক্ত ২৫ জন নাবি ও রাসূলগণকে উদ্দেশ্য করা উদ্ধৃত আয়াতসমূহ সংকলনে সন্নেবেশিত করা হয়েছে। পাঠকদের পড়ার সুবিধার্থে তাদের সম্পর্কিত বিভিন্ন আয়াতসমূহ সূরার নম্বরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেক নাবি ও রাসূলের উদ্ধৃত কুরআনের আয়াতসমূহ বর্ণনা শেষে সংশ্লিষ্ট নাবি-রাসূল সম্পর্কিত বিষয়াদি সহীহ হাদীস এবং অন্যান্য প্রামানিক ইসলামী গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

পাঠকদের বোধগম্যতা ও সংকলনের উপস্থাপনা বিবেচনায় ২৫ জন নাবি ও রাসূলগণের উদ্ধৃত আয়াতসমূহ দুইটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ২৪ জন নাবি ও রাসূল অর্থাৎ প্রথম মানব ও নাবি হযরত আদম عليه السلام থেকে হযরত ঈসা عليه السلام সম্পর্কিত আয়াতসমূহ সংকলন করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহানবী, সর্বশেষ নাবি ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কে সরাসরি উদ্দেশ্য এবং ইঙ্গিত করে নাযিলকৃত আয়াতসমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের সকল আয়াতসমূহ মুহাম্মাদ ﷺ এর কাছে জিব্রাইল عليه السلام এর মাধ্যমে ওহী হিসেবে প্রেরন করেন। পাঠকবৃন্দের আত্মস্থ ও সংযোগ সহজতর বিবেচনায় সংকলনের শেষে সংশ্লিষ্ট নাবি-রাসূলগনের সম্পর্কিত বিষয়াদি ও সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

কুরআন মজিদে একেক নাবির আলোচনা যতবার এসেছে, আমরা যদি সেই সংখ্যার দিকে একটু দৃষ্টি প্রদান করি, তাহলে সহজেই অনুধাবন করতে পারব মুসলমানদের অন্তরে তাদের প্রতি কী পরিমান ভালোবাসা রয়েছে! কুরআন মজিদে সরাসরি বেশী সংখ্যকবার যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তারা হলেনঃ মূসা, ইব্রাহিম, নূহ এবং ঈসা عليه السلام, আর মুহাম্মাদ ﷺ এর নাম সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে মোট ৫ বার--তন্মধ্যে ৪ বার 'মুহাম্মাদ' এবং একবার 'আহমদ' হিসেবে এসেছে। কোথাও 'কুল' ('আপনি বলে দিন'), কোথাও 'ইয়া আইয়ুহা আন নাবিইয়ু' ('ওহে নাবি!'), আবার কোথাও 'ইয়া আইয়ুহা আর-রাসুল' ('ওহে রাসুল') সম্বোধনে মুহাম্মাদ ﷺ কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ সূরা বাকারার ১৩৬ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেনঃ **" তোমরা বলঃ আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আর যা ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের বংশধরের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং মূসা ও ঈসা কে যা প্রদান করা হয়েছিল এবং অন্যান্য নাবিগনকে তাদের প্রভু হতে যা প্রদত্ত হয়েছিলেন, তদসমুদয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি, তাদের মধ্যে কাউকেও (ঈমানের ক্ষেত্রে) আমরা প্রভেদ করি না, এবং আমরা তারই প্রতি আত্নসমর্পণকারী"**।

নিম্নে কুরআন মজিদে নাবি ও রাসূলদের নাম সরাসরি কতবার উল্লেখ করা হয়েছে তা ছক আকারে দেখানো হয়েছে:

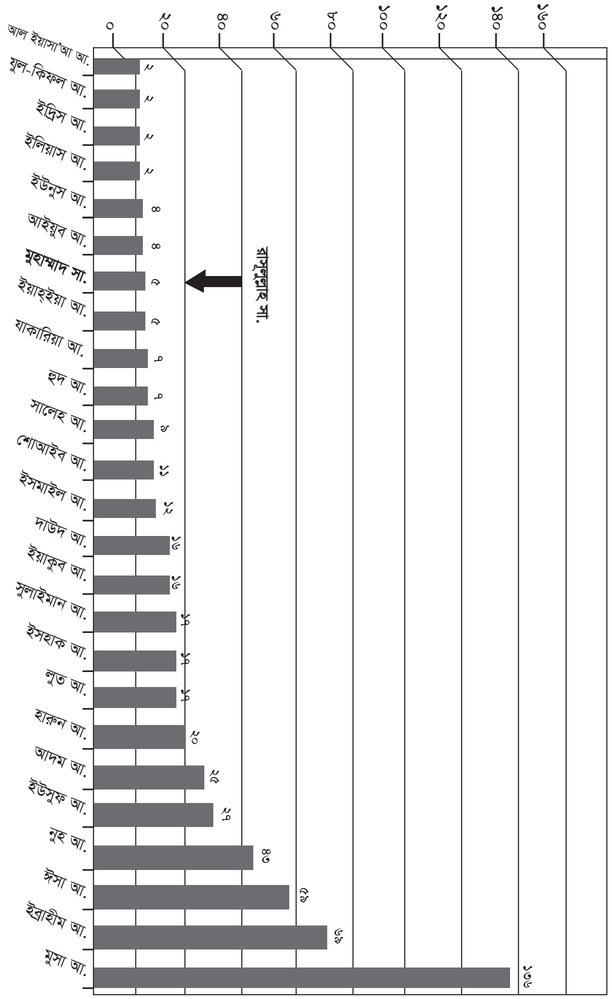

জ্ঞান পিপাসু ও পবিত্র ইসলাম ধর্ম নিয়ে গবেষণাকারী সকল বয়সের নারী-পুরুষদের উদ্দেশ্যে সংকলনটি করা হয়েছে। সংকলনটি মহান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নাযিলকৃত পবিত্র কুরআন মজিদের আরবী ভাষা থেকে অনুবাদকৃত। ফলে অনেক সতর্কতার পরও শাব্দিক রুপান্তরে ও মর্মাথের ব্যত্যয় ঘটতে পারে। এরকম কোন অনিচ্ছাকৃত ভূলের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। পাঠকবৃন্দ এ রকম কোন ভুল-ত্রুটি নজরে আসলে লেখককে অথবা প্রকাশককে জানালে বাধিত হবো, যাতে পরবর্তী সংস্করনে তা সংশোধন ও পরিমার্জন করা যায়।

পাঠকদের পড়ার সুবিধার জন্য সম্পাদনা করে প্রতি আয়াতের পূর্বে সারসংক্ষেপ সন্নেবেশিত করতে সহায়তা করেন অধ্যাপক ড. শামসুল আলম, চেয়ারম্যান, ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাফিজ মুহসিন মাশকুর, পরিচালক, সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ডেভলপমেন্ট (সার্ড), ঢাকা।

বইটি লিখতে আমাকে সহযোগিতা ও উৎসাহ দিয়েছেন আমার সন্তান মোহাম্মদ নাফিজ বিন ফরিদ ও মোহাম্মদ নাঈম বিন ফরিদ, ভাই-বোন এবং আত্নীয়-স্বজনগণ। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার বড় ভাই কৃষিবিদ মো. সফিউর রহমান, আশরাফ উদ্দিন আহমেদ, মেজর মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম (অব.), ধর্মীয় শিক্ষক আবু তুরাব মুশতাক আহম্মদ, মো. সিরাজুল ইসলাম (বাবু), মো. মিজানুর রহমান (রুমি), মুফতি কামরুজ্জামান, তানভীর আহমেদ খান, সার্জেন্ট (ক্লার্ক) মো. শাহানুর আলম (অব.), সার্জেন্ট (ক্লার্ক) মো. হায়দার আলী (অব.) এবং কম্পিউটার অপারেটর মো. আরমান আহম্মদ এর প্রতি। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ সিনিয়র ও স্বনামধন্য সাংবাদিক, কলামিষ্ট এবং অনেকগুলো বইয়ের লেখক শ্রদ্ধেয় মো. গোলাপ মূনীরের প্রতি। সকলের প্রতি রইল আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ।

বইটি প্রকাশনায় ইলাননূর প্রকাশনীর সম্পৃক্ততা আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছে। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার মেজর এ কে এম আহসান হাবীব (অব.), ম্যাপ অংকনে মুহাম্মাদ আল আমিন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বইটির পরবর্তী সংস্করণ যাতে আরো সমৃদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত হয়, সে ব্যাপারে সম্মানিত পাঠকগনের নিকট খোলা মনে পরামর্শ চাই।

সূচিপত্র

১ম অধ্যায়

হযরত আদম عليه السلام ২১

কুরআন মজিদে আদম عليه السلام ২১

আদম عليه السلام এর সৃষ্টির বর্ণনা ৩১

বিবি হাওয়ার সৃষ্টি ৩২

আদম عليه السلام ও বিবি হাওয়ার পৃথিবীতে আগমন ৩৩

আদম عليه السلام এর দুই পুত্র হাবিল ও কাবিলের বর্ণনা ৩৪

আদম عليه السلام এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ৩৫

আদম عليه السلام এর ইন্তেকাল ৩৬

হযরত ইদ্রিস عليه السلام ৩৯

কুরআন মজিদে ইদ্রিস عليه السلام ৩৯

ইদ্রিস عليه السلام এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ৪০

ইদ্রিস عليه السلامকে আকাশে তুলে নেয়ার ঘটনা ৪১

হযরত নূহ عليه السلام ৪৩

কুরআন মজিদে নূহ عليه السلام ৪৩

নূহ عليه السلام এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ৬০

নূহ عليه السلام এর ইন্তেকাল ৬১

হযরত হুদ عليه السلام ৬৩

কুরআন মজিদে হুদ عليه السلام ৬৩

আ'দজাতি সম্বন্ধে বর্ণনা ৬৬

হুদ عليه السلام এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ৭৩

হুদ عليه السلام এর ইন্তেকাল ৭৪

হযরত সালেহ عليه السلام ৭৭

কুরআন মজিদে সালেহ عليه السلام ৭৭

সামূদ সম্প্রদায় সম্বন্ধে বর্ণনা ৮১

সামুদ জাতির ধবংসের পর সালেহ عليه السلام এর অবস্থান ৮৮

সালেহ عليه السلام এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ৮৯

সালেহ عليه السلام এর ইন্তেকাল ৯০

হযরত ইব্রাহিম عليه السلام ৯৩

কুরআন মজিদে ইব্রাহিম عليه السلام ৯৩

ইব্রাহিম عليه السلام কে হত্যার উদ্দেশ্যে আগুনে নিক্ষেপ ১১৫

ইব্রাহিম عليه السلام এর সঙ্গে বাদশা নমরুদের সাক্ষাৎকার ১১৬

বিবি হাজেরা ও ইসমাইল عليه السلام এর মক্কায় গমন ১১৭

বিবি সারাহ ও ইসহাক عليه السلام ১১৮

পবিত্র কাবা ঘরের পূণঃনির্মাণ ১১৯

ইব্রাহিম عليه السلام এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ১২০

ইব্রাহিম عليه السلام এর ইন্তেকাল ১২২

হযরত লূত عليه السلام ১২৫

কুরআন মজিদে লূত عليه السلام ১২৫

লূত عليه السلام এর হিযরত ও সোডম নগরী ধ্বংসের সংক্ষিপ্ত বিররণ ১৩৪

লূত عليه السلام এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ১৩৪

লূত عليه السلام এর ইন্তেকাল ১৩৬

হযরত ইসমাইল عليه السلام ১৩৯

কুরআন মজিদে ইসমাইল عليه السلام ১৩৯

ইসমাইল عليه السلام এর জন্ম ও মক্কায় গমন ১৪৪

জমজম কুপের উৎপত্তি ১৪৫

ইসমাইল عليه السلام কে কোরবানির উদ্যোগ ১৪৬

ইসমাইল عليه السلام এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ১৪৭

ইসমাইল عليه السلام এর ইন্তেকাল ১৪৯

হযরত ইসহাক عليه السلام ১৫১

কুরআন মজিদে ইসহাক عليه السلام ১৫১

ইসহাক عليه السلام এর জন্ম ১৫৫

ইসহাক عليه السلام এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ১৫৬

ইসহাক عليه السلام এর ইন্তেকাল ১৫৭

হযরত ইয়াকুব عليه السلام ১৫৯

কুরআন মজিদে ইয়াকুব عليه السلام ১৫৯

ইয়াকুব عليه السلام এর মিশর গমন ১৬৫

বনি ইসরাইল সম্পর্কিত তথ্য ১৬৬

ইয়াকুব عليه السلام এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ১৭১

ইয়াকুব عليه السلام এর ইন্তেকাল ১৭২

হযরত ইউসুফ عليه السلام ১৭৫

কুরআন মজিদে ইউসুফ عليه السلام ১৭৫

ইউসুফ عليه السلام এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ১৮৭

ইউসুফ عليه السلام এর ইন্তেকাল ১৮৮

হযরত আইউব عليه السلام ১৯১

কুরআন মজিদে আইউব عليه السلام ১৯১

আইউব عليه السلام এর রোগমুক্তি ১৯৩

আইউব عليه السلام এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ১৯৪

আইউব عليه السلام এর ইন্তেকাল ১৯৪

হযরত শোয়াইব عليه السلام ১৯৭

কুরআন মজিদে শোয়াইব عليه السلام ১৯৭

মাদিয়ান এলাকার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ২০২

শোয়াইব عليه السلام এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ২০২

শোয়াইব عليه السلام এর ইন্তেকাল ২০৩

হযরত ইউনুস عليه السلام ২০৫

কুরআন মজিদে ইউনুস عليه السلام ২০৫

ইউনুস عليه السلام এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ২০৯

ইউনুস عليه السلام এর ইন্তেকাল ২১০

হযরত মূসা عليه السلام ২১৩

কুরআন মজিদে মূসা عليه السلام ২১৩

মূসা عليه السلام এর জন্ম ও বেড়ে উঠা ২৬৫

ফেরাউন সম্পর্কিত ঘটনাবলী ২৬৮

ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়ার সম্পর্কে বর্ননা ও বিশেষ মর্যাদা ২৭১

মূসা عليه السلام এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ২৭২

মূসা عليه السلام এর ইন্তেকাল ২৭৪

হযরত হারুন عليه السلام ২৭৭

কুরআন মজিদে হারুন عليه السلام ২৭৭

হারুন عليه السلام এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ২৮৩

হারুন عليه السلام এর ইন্তেকাল ২৮৪

হযরত ইয়াসা’আ عليه السلام ২৮৭

কুরআন মজিদে ইয়াসা’আ عليه السلام ২৮৭

বনি ইসরাইল কর্তৃক বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় ২৮৮

ইয়াসা'আ ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ২৮৮
ইয়াসা'ﷺ এর ইন্তেকাল ২৮৯
হযরত ইলিয়াস ﷺ ২৯১
কুরআন মজিদে ইলিয়াস ﷺ ২৯১
ইলিয়াস ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখ্য ঘটনাবলী: ২৯২
ইলিয়াস ﷺ এর অর্ন্তধান ২৯২
হযরত যুল-কিফল ﷺ ২৯৫
কুরআন মজিদে যুল-কিফল ﷺ ২৯৫
যুল-কিফল ﷺ এর নাবি হিসেবে মতভেদ ২৯৬
যুল-কিফল ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ২৯৬
যুল-কিফল ﷺ এর ইন্তেকাল ২৯৭
হযরত দাউদ ﷺ ২৯৯
কুরআন মজিদে দাউদ ﷺ ২৯৯
দাউদ ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ৩০৩
দাউদ ﷺ এর ইন্তেকাল ৩০৪
হযরত সুলাইমান ﷺ ৩০৭
কুরআন মজিদে সুলাইমান ﷺ ৩০৭
সুলাইমান ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্টসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ৩১৪
সুলাইমান ﷺ এর ইন্তেকাল ৩১৬
হযরত যাকারিয়া ﷺ ৩১৯
কুরআন মজিদে যাকারিয়া ﷺ ৩১৯
যাকারিয়া ﷺ এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ৩২২
যাকারিয়া ﷺ এর ইন্তেকাল ৩২৩

হযরত ইয়াহ্ইয়া عليه السلام ৩২৫

কুরআন মজিদে ইয়াহ্ইয়া عليه السلام ৩২৫

ইয়াহ্ইয়া عليه السلام এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ৩২৮

ইয়াহ্ইয়া عليه السلام এর ইন্তেকাল ৩২৯

হযরত ঈসা عليه السلام ৩৩১

কুরআন মজিদে ঈসা عليه السلام ৩৩১

ঈসা عليه السلام এর জন্ম ও মা বিবি মরিয়ম এর ঘটনাবলী ৩৪৫

ঈসা عليه السلام এর বেহেশতে (উর্ধ্বাকাশে) তুলে নেয়ার ঘটনা ৩৪৯

ঈসা عليه السلام এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ৩৫১

হযরত ঈসা عليه السلام এর পৃথিবীতে পুনরায় আগমন ও ইন্তেকাল ৩৫৩

২য় অধ্যায়

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ৩৫৯

মুহাম্মাদ ﷺ এর শৈশব ও যৌবনকাল ৩৫৯

মক্কায় সংকট নিরসনে মুহাম্মাদ ﷺ এর ভূমিকা ৩৬১

মুহাম্মাদ ﷺ এর ওপর কুরআন নাযিলের ঘটনাবলী ও ধর্মপ্রচার ৩৬২

কুরআন মজিদে মুহাম্মাদ ﷺ ৩৬৬

মুহাম্মাদ ﷺ এর মেরাজ এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ৪৯৫

মুহাম্মাদ ﷺ এর সামরিক জীবন ৪৯৮

বদর যুদ্ধ ৪৯৯

ওহুদের যুদ্ধ ৫০০

খন্দকের যুদ্ধ ৫০১

হুদায়বিয়ার সন্ধি ৫০২

খায়বারের যুদ্ধ ৫০৩

মুতার যুদ্ধ ৫০৪

মক্কা বিজয় ৫০৫

হুনাইনের যুদ্ধ ৫০৬

তাবুক অভিযান ৫০৭

মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক বিভিন্ন অমুসলিম রাজা-বাদশাহদের নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত চিঠি ৫০৮

রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ ৫১১

মুহাম্মাদ ﷺ এর মহৎ গুনাবলী ও গুরুত্বপূর্ন ঘটনাবলী ৫১২

পবিত্র কুরআন মাজিদ নাযিল ও গোপনে ধর্ম প্রচার ৫১৩

ইথিওপিয়ায় (আবিসিনিয়া) সাহাবীগনের হিজরত ৫১৩
ধর্ম প্রচারে প্রতিবন্ধকতা ও অবরুদ্ধকরন ৫১৫
তায়েফ গমন ৫১৫
মদীনায় হিজরত ৫১৬
স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সংবিধান প্রনয়ন ৫১৮
ঈদের নামাজ, যাকাত ও মহিলাদের পর্দার বিধান ৫১৮
শিশুদের অধিকার ও তাদের প্রতি আচরণ ৫১৮
স্বামী হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ ৫১৯
বিদায় হজ্জের ভাষন ৫২০
মুহাম্মাদ ﷺ এর ইন্তেকাল ৫২২

তথ্যসূত্র ৫২৪

“আর, নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট ইতিপূর্বে বহু রাসূলের প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বলিনি; আল্লাহ মূসার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন”

সূরা আন-নিসা-৪, আয়াত-১৬৪

১ম

অধ্যায়

হযরত আদম আ. থেকে হযরত ঈসা আ.

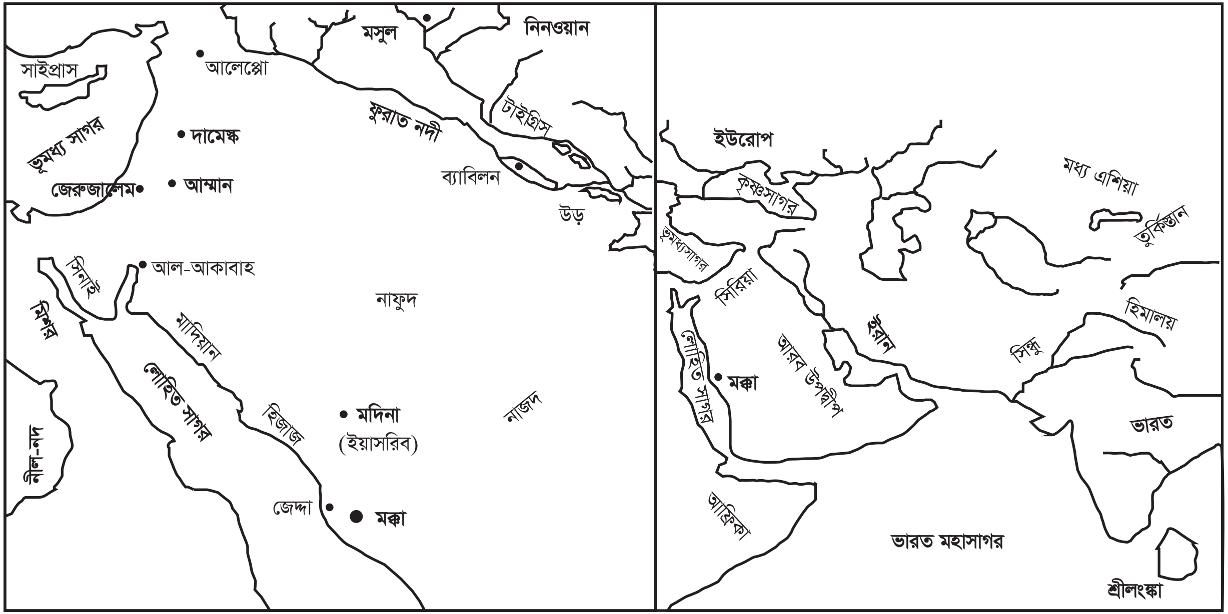

আদম আ.

ভারত, শ্রীলংকা ও মক্কা এবং জেদ্দার ভৌগোলিক চিত্র

হযরত আদম عليه السلام

কুরআন মজিদে আদম عليه السلام

আদি পিতা হযরত আদম عليه السلام পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানব। মহান আল্লাহ তায়ালা আদম عليه السلام কে নিজ হাতে মাটি দ্বারা তৈরি করেছেন। অতঃপর তাতে রুহ ফুকে দেন। তখন আদম عليه السلام মানুষের আকৃতি ধারন করেন। পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির ০৪ প্রকার নজির বিদ্যমান। যেমন:

- আদম عليه السلام আল্লাহ কর্তৃক পানি ও মাটি থেকে তৈরি।
- বিবি হাওয়া আদম عليه السلام এর পাজরের হাড় থেকে আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্টি।
- হযরত ঈসা عليه السلام আল্লাহর নির্দেশ ও কুদরতে পিতা ব্যতিরেকে সৃষ্টি।
- অন্যান্য মানব সন্তান আল্লাহর নির্দেশ ও কুদরতে পিতা ও মাতার মাধ্যমে সৃষ্টি।

মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন মজিদে উল্লেখ করেন:

> **“নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ; তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন, তারপর বললেন, হও, ফলে তা হয়ে গেলো”।**
>
> **(সূরা আলে-ইমরান-৩, আয়াত-৫৯)**

আদম عليه السلام এর নাম পবিত্র কুরআন মজিদে ২৫ টি স্থানে উল্লেখ রয়েছে:

ক্র/নং	সূরার নাম	সূরা নম্বর	আয়াত নম্বর
১।	বাকারা	২	আয়াত ৩০-৩৯
২।	আলে-ইমরান	৩	আয়াত ৩৩-৩৪ এবং ৫৯
৩।	মায়িদা	৫	আয়াত ২৭-৩৪
৪।	আরাফ	৭	আয়াত ১১-২৫, ২৬-২৭, ৩১, ৩৫ এবং ১৭২

৫।	হিজর	১৫	আয়াত ২৮-৩৫
৬।	বনি ইসরাইল	১৭	আয়াত ৬১-৭০
৭।	কাহ্ফ	১৮	আয়াত ৫০-৫৩
৮।	মরিয়ম	১৯	আয়াত-৫৮
৯।	ত্বা-হা	২০	আয়াত ১১৫-১২৮
১০।	ইয়াসীন	৩৬	আয়াত-৬০

মহান আল্লাহ এখানে আদম عليه السلام এর সৃষ্টির কাহিনী মহানাবি ﷺ কে শুনাচ্ছেন। আদম عليه السلام কে ইবলিস কর্তৃক সেজদা করতে অস্বীকার করা ও পরিণতিও বর্ণিত হয়েছে। আদম عليه السلام কর্তৃক একটি ভূল করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা ও ক্ষমা প্রাপ্তির কথাও বলা হয়েছে-

> আর (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন: নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করবো, তারা বললো: আপনি কি সেখানে (জমীনে) এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে, তারা সেখানে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত করবে? অথচ আমরাই তো আপনার প্রশংসা, গুনগান করছি এবং আপনারই পবিত্রতা ঘোষণা করে থাকি। তিনি (আল্লাহ) বললেন: নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সে সকল ফেরেশতাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করলেন; তৎপর বললেন: যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এই সমুদয়ের নামসমূহ আমাকে জানাও। তারা (ফেরেশতা) বলেছিল-আপনি মহান ও পবিত্র; আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞান নাই; নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। তিনি (আল্লাহ) বলেছিলেন: হে আদম, তুমি তাদেরকে (ফেরেশতাদের) ঐ সকলের নামসমূহ বলে দাও; অতঃপর যখন সে (আদম) ঐগুলোর নামসূমহ জানিয়ে দিল, তখন তিনি (আল্লাহ) বলেছিলেন: আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয়ই আমি আসমান ও জমিনের অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে অবগত আছি এবং তোমরা যা প্রকাশ করো বা গোপন রাখ, আমি তাও জানি। এবং যখন আমি ফেরেশতাগনকে বলেছিলাম যে, তোমরা আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সেজদা করেছিল; সে অগ্রাহ্য করলো ও অহংকার করলো এবং সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল। এবং আমি (আল্লাহ) বললাম: হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস করো এবং তা হতে যা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ কর; কিন্তু ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না-অন্যথা তোমরা অমান্যকারীর অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু শয়তান তাদের উভয়কে সংকল্প হতে বিচ্যুত করলো এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে বর্হিগত করলো; এবং আমি (আল্লাহ) বললাম- তোমরা পরস্পরের শত্রু রূপে নীচে নেমে যাও এবং পৃথিবীতে নির্দিষ্টকালের জন্যে তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল। অতঃপর আদম তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু বাক্য শিক্ষা করলেন, আল্লাহ তখন তার (আদম) তওবা কবুল করে তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, করুনাময়। আমি (আল্লাহ) বললাম: তোমরা সকলেই এ স্থান (জান্নাত) হতে নীচে নেমে যাও; পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে বস্তুতঃ তাদের কোনই ভয় নাই এবং তারা চিন্তিত হবে না। আর যারা অবিশ্বাস করবে ও আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করবে তারাই অবিশ্বাসী (জাহান্নামী), সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

(সূরা বাকারা-২, আয়াত ৩০-৩৯)

মুহাম্মাদ ﷺ এর রিসালাতে সন্দেহ পোষন করার কারনে যে সব লোক তার আনুগত্য করতো না, আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের পথ প্রদর্শনের জন্যে পূর্ববর্তী নাবিগনের কিছু দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে তাদের সন্দেহ দূর হয়ে যায়-

নিশ্চয়ই আল্লাহ আদমকে ও নূহকে এবং ইব্রাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতের উপর মনোনীত করেছেন। তারা একে অপরের সন্তান এবং আল্লাহ মহাশ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

(সূরা আলে-ইমরান-৩, আয়াত ৩৩-৩৪)

কিয়াসের প্রামাণ্যতা: এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কিয়াস ও শরীয়তসম্মত দলীল। কেননা আল্লাহ বলেছেন, ঈসা ﷺ এর জন্ম আদমের জন্মের মতই। অর্থাৎ আদম ﷺ কে যেমন বাবা ও মা ছাড়া সৃষ্টি করা হয়েছে, ঈসা ﷺ কেও তেমনি বাবা ছাড়া সৃষ্টি করা হয়েছে-

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ; তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন, তারপর বললেন, হও, ফলে তা হয়ে গেলো।

(সূরা আলে-ইমরান-৩, আয়াত-৫৯)

আলোচ্য আয়াতগুলোতে আদম ﷺ এর দু'পুত্র হাবিল ও কাবিলের বিবাদে জড়িয়ে পড়া ও একজন দ্বারা অন্যজনের নিহত হওয়ার কাহিনী, লাশ দাফনের নিয়ম ও হত্যার শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্বের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে মূলতঃ শিক্ষা গ্রহন করার জন্য-

(হে নাবি!) তুমি তাদেরকে (আহলে কিতাবীদেরকে) আদমের দুই পুত্রের (হাবিল ও কাবিল) ঘটনা সঠিকভাবে পাঠ করে শুনিয়ে দাও; যখন তারা উভয়েই এক একটি কুরবানী করছিল তখন তাদের একজনের (হাবিল) কুরবানী কবুল হলো এবং অপরজনের কুরবানী কবুল হলো না; সেই অপরজন (কাবিল) বললোঃ আমি তোমাকে নিশ্চয়ই হত্যা করবো; সেই প্রথমজন (হাবিল) বললোঃ আল্লাহ মুত্তাকীদের আমলই কবুল করে থাকেন। তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্যে তোমার হাত বাড়াও, তবুও আমি তোমাকে হত্যা করার জন্যে তোমার দিকে কখনও হাত বাড়াবো না; আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। আমি চাই যে, তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার সমস্তই বহন কর; ফলে তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও, অত্যাচারীদের শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে। অতঃপর তার প্রবৃত্তি স্বীয় ভ্রাতৃ হত্যায় তাকে উদ্বুদ্ধ করে তুললো, সুতরাং সে (কাবিল) তার ভাই (হাবিল) কে হত্যা করেই ফেললো, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়লো। অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন; সে মাটি খুড়তে লাগলো, যেন সে তাকে (কাবিলকে) শিখিয়ে দেয় যে, নিজ ভাই এর মৃতদেহ কিভাবে গোপন করা যায়, সে (কাবিল) বলতে লাগলোঃ ধিক আমাকে! আমি কি এই কাকের মতোও হতে পারলাম না যাতে আমার ভাইয়ের মৃত দেহ গোপন করতে পারি। অতঃপর সে অনুতপ্ত হলো। এ কারনেই আমি বনি ইসরাইলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত কিংবা তার দ্বারা পৃথিবীতে কোন ফ্যাসাদ বিস্তার ব্যতীত তবে সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করে ফেললো; আর যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে রক্ষা করলো তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে রক্ষা করলো; আর তাদের (বনি ইসরাইলের) নিকট আমার রাসূল বহু স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে আগমন করেছিলেন, তবু এরপরেও অনেকেই পৃথিবীতে সীমালংঘনকারী রয়ে গেছে। যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে, অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা নির্বাসনে পাঠানো হবে। এটা তো পৃথিবীতে তাদের জন্যে ভীষন লাঞ্চনা, আর পরকালেও তাদের জন্যে মহা শাস্তি রয়েছে। কিন্তু হ্যা, তারা তোমাদের আওতাধীন (গ্রেফতার) আসার পূর্বে যারা তওবা করবে তাদের জন্য নয়, সুতরাং জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

(সূরা মায়িদা-৫, আয়াত ২৭-৩৪)

আলোচ্য আয়াতগুলোতেও মহান আল্লাহ আদম ﷺ এর সৃষ্টির কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। সাথে সাথে ইবলিস কর্তৃক অহংকার করা ও অভিশপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। ইবলিসকে সাময়িক কিছু ক্ষমতা দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে-

> আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে রূপদান করেছি (মানব আকারে), তারপর আমি ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি, তোমরা আদমকে সেজদা করো, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সেজদা করলো, সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হলো না। তিনি (আল্লাহ) তাকে (ইবলিসকে) জিজ্ঞাসা করলেন: আমি যখন তোমাকে আদমকে সেজদা করতে আদেশ করলাম, তখন কে তোমাকে সেজদা হতে নিবৃত্ত করলো? সে উত্তরে বললো: আমি তার (আদম) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে কাদা মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তিনি (আল্লাহ) বললেন: এ স্থান হতে নেমে যাও, এখানে থেকে তুমি অহংকার করবে তা হতে পারে না; সুতরাং বের হয়ে যাও, নিশ্চয়ই তুমি অধম ও লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত। সে (ইবলিস) বললো: (হে আল্লাহ) পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। তিনি (আল্লাহ) বললেন: যাদের অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে। সে (ইবলিস) বললো: যাদের উপলক্ষ্য করে আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন, এজন্য আমিও আপনার সরল পথে মানুষের (বনি আদম) জন্যে নিশ্চয়ই ওত পেতে বসে থাকবো। অতঃপর আমি (পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে) তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম দিক হতে তাদের নিকট আসবো, আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞরূপে পাবেন না। তিনি (আল্লাহ) বললেন: তুমি এ স্থান হতে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও, তাদের (বনি আদমের) মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পুর্ণ করবো। আর হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস করো এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর; কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না, অন্যথায় তোমরা যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বে। অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান যা পরস্পরের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল তা প্রকাশ করার জন্যে শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিলো, আর বললো: যাতে তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা (জান্নাতে) স্থায়ী হও, এজন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষের কাছে যেতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। সে (ইবলিস) তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বললো: আমি তোমাদের হিতাকাঙ্খীদের অন্যতম। এভাবে সে (ইবলিস) তাদেরকে (আদম ও হাওয়াকে) প্রতারণা ও ছলনা দ্বারা নিচে নিয়ে আসলেন (বিভ্রান্ত করলেন)। ফলে যখন তারা সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের